

ঈশ্বরের অন্বেষণ: একটি বিশদ বাইবেল অধ্যয়ন নথি

এই নথিটি ঈশ্বরের অন্বেষণ; এই বিষয়ের উপর আলোচিত বাইবেলের সমস্ত পদ ও অনুচ্ছেদ সংকলন এবং বিন্যস্ত করে। এটি মূল বিষয়বস্তু এবং পরবর্তীকালের পরিবর্তন থেকে নেওয়া হয়েছে এবং স্পষ্টতার জন্য প্রতিটি ভুক্তিকে পদ/পাঠ্য, প্রেক্ষাপট এবং ব্যাখ্যা দিয়ে গঠন করা হয়েছে। বিভাগগুলি যৌক্তিকভাবে বিভক্ত: মূল পদগুলি দিয়ে শুরু করে, তারপরে সাধারণ সংযোজনগুলি এবং গীতসংহিতা ১০৫:৪-এর উপর বিশেষভাবে নির্মিত অংশগুলি দিয়ে শেষ করা হয়েছে। এটি একটি সুসংহত অধ্যয়ন উপকরণ তৈরি করে যা অধ্যবসায়, আন্তরিকতা এবং ঈশ্বরের অন্বেষণের পুরস্কারের উপর জোর দেয়।

ঈশ্বরের সন্ধান

মথি ৭:৭-৮

□ পদ: □□□□□; চাও, তাহলে তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ, তাহলে পাবে; দরজায় আঘাত করো, তাহলে তোমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে। কারণ যে চায়, সে পায়; যে খোঁজে, সে পায়; এবং যে দরজায় আঘাত করে, তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়। □□□□□; □ প্রেক্ষাপট: যিশুর পর্বতের উপর দেওয়া উপদেশের একটি অংশ, যেখানে তিনি প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের সাড়ার প্রকৃতি সম্পর্কে শিক্ষা দেন। □ ব্যাখ্যা: যিশু শুধু ঈশ্বরকে নয়, বরং তাঁর ইচ্ছাকেও অধ্যবসায়ের সাথে খোঁজার জন্য উৎসাহিত করেন। এখানকার প্রতিশ্রুতি হলো, যারা সক্রিয়ভাবে এবং অধ্যবসায়ের সাথে ঈশ্বরকে খোঁজে, তিনি তাদের সাড়া দেন।

মথি ৭:১৩-১৪

□ মূল পাঠ: □□□□□; সংকীর্ণ দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর। কারণ যে দ্বার প্রশস্ত ও পথ চওড়া, তা বিনাশের দিকে নিয়ে যায়, এবং অনেকেই সেই পথে প্রবেশ করে। কিন্তু যে দ্বার ছোট ও পথ সংকীর্ণ, তা জীবনের দিকে নিয়ে যায়, এবং অল্প কয়েকজনই তা খুঁজে পায়। □□□□□; □ প্রেক্ষাপট: এই পদগুলো পর্বতের উপর উপদেশের শেষে রয়েছে, যেখানে যিশু তাঁর অনুসারীদের জন্য জীবনপথ সম্পর্কে শিক্ষা দেন। □ ব্যাখ্যা: □ সংকীর্ণ দ্বার: যিশু রূপকভাবে ঈশ্বরের মধ্যে পরিভ্রাণ বা প্রকৃত জীবনের পথকে সংকীর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন, যা থেকে বোঝা যায় যে এর জন্য ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা, শৃঙ্খলা এবং প্রায়শই সামাজিক রীতিনীতি বা সহজ, অধিক জনপ্রিয় পছন্দের বিরুদ্ধে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। □ ঈশ্বরের অন্বেষণ: এই পদগুলো ইঙ্গিত করে যে ঈশ্বরের অন্বেষণ মানবজাতির জন্য স্বাভাবিক পথ নয়; এর জন্য একটি সক্রিয় পছন্দের প্রয়োজন। এখানে এই পথের কঠিনতা এবং সেই সংখ্যালঘুদের উপর জোর দেওয়া হয়েছে যারা এই পথ বেছে নেয়, যা তুলে ধরে যে সত্যিকারের ঈশ্বরের অন্বেষণ কেবল ভিড় অনুসরণ করা নয়, বরং ব্যক্তিগত অস্বীকার এবং কখনও কখনও কম ব্যবহৃত পথ বেছে নেওয়ার বিষয়।

মথি ৬:৩৩

□ মূল পাঠ: □□□□□; কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁর রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতার অন্বেষণ কর, তাহলে এই সমস্ত জিনিসও তোমাদের দেওয়া হবে। □□□□□; □ প্রেক্ষাপট: পর্বতের উপর উপদেশ-এর এই পদটিও সেই অংশ থেকে নেওয়া হয়েছে যেখানে যিশু জাগতিক প্রয়োজন নিয়ে চিন্তা করার বিষয়ে কথা বলেছেন। □ ব্যাখ্যা: □ প্রথমে অন্বেষণ কর: এই নির্দেশটি অনুসারীদের খাদ্য ও বস্ত্রের মতো মৌলিক প্রয়োজনসহ অন্য সবকিছুর উর্ধ্বে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতার আধ্যাত্মিক অন্বেষণকে অগ্রাধিকার দিতে বলে। □ তাৎপর্য: প্রথমে ঈশ্বরের অন্বেষণ করার মাধ্যমে, একজনের জীবন ঐশ্বরিক ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, যা ফলস্বরূপ ঈশ্বরের বিধান দ্বারা একজনের প্রয়োজন মেটানো নিশ্চিত করে। এটি জীবনের অন্বেষণে বিশ্বাস এবং অগ্রাধিকারের বিষয়।

প্রেরিত ৮:২৬-৪০

□ মূল পাঠ: একজন স্বর্গদূত ফিলিপকে একটি মরুপথের দিকে নির্দেশ দেন, যেখানে তিনি যিশাইয় পাঠরত একজন ইথিওপীয় নপুংসকের সাথে দেখা করেন। ফিলিপ ধর্মগ্রন্থটি ব্যাখ্যা করেন, যার ফলস্বরূপ নপুংসকটি ধর্মান্তরিত হন এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন। □ প্রেক্ষাপট: এই অনুচ্ছেদটি ফিলিপ এবং ইথিওপীয় নপুংসকের গল্প বর্ণনা করে, যা পরবর্তীকালে খ্রিস্টধর্মে পরিণত হওয়া ধর্মে অ-ইহুদিদের ধর্মান্তরের একটি প্রাথমিক উদাহরণ। □ ব্যাখ্যা: □ ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে অন্বেষণ: নপুংসকটি সক্রিয়ভাবে ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে ঈশ্বরকে বোঝার চেষ্টা করছে, যা দেখায় যে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করার মধ্যে অধ্যয়ন এবং অনুসন্ধান অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। □ নির্দেশনা: ফিলিপের ভূমিকা দেখায় যে, যারা ঈশ্বরের অন্বেষণ করে, ঈশ্বর কীভাবে তাদের পথ দেখানোর জন্য অন্যদের ব্যবহার করতে পারেন। এটি দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখায় যে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করা সবসময় একটি একাকী যাত্রা নয়; কখনও কখনও, এর সাথে ঐশ্বরিক সাক্ষাৎ এবং সঙ্গ জড়িত থাকে।

প্রেরিত ১৭:১১-১২

□ পাঠ্যাংশ: “এখন বেরিয়ার ইহুদিরা থেসালোনিকার লোকদের চেয়ে অধিক মহৎ চরিত্রের ছিল, কারণ তারা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে বার্তাটি গ্রহণ করেছিল এবং পৌল যা বলেছিলেন তা সত্য কি না, তা দেখার জন্য প্রতিদিন শাস্ত্র পরীক্ষা করত। এর ফলে, তাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করেছিল...” □ প্রেক্ষাপট: পৌল ও সীলস বেরিয়াতে আছেন, যেখানে তারা সমাজগৃহে প্রচার করছেন। □ ব্যাখ্যা: □ মহৎ চরিত্র: সত্য অনুসন্ধানের তাদের অধ্যবসায়ের জন্য বেরিয়ার লোকদের প্রশংসা করা হয়েছে। তারা কেবল পৌলের কথা গ্রহণ করেনি; তারা শাস্ত্রের সাথে মিলিয়ে তা যাচাই করেছিল। □ দৈনিক পরীক্ষা: এটি ঈশ্বরের ইচ্ছা ও সত্য বোঝার জন্য একটি সক্রিয়, দৈনিক প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে। তাদের এই অনুসন্ধান বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করেছিল, যা ইঙ্গিত দেয় যে ঈশ্বরের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রকৃত অনুসন্ধান বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

যিরমিয় ২৯:১০

□ পদ: □□□□□;যখন তোমরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার অন্বেষণ করবে, তখন তোমরা আমাকে পাবে।□□□□□; □ প্রেক্ষাপট: যিরমিয় বাবিলের নির্বাসিতদের কাছে এই বার্তা পাঠান এবং ঈশ্বরের দিকে ফিরে এলে তাদের পুনরুদ্ধার ও যিরুশালেমে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দেন। □ ব্যাখ্যা: এই পদটি এই বিষয়টির উপর জোর দেয় যে, ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রকৃত প্রচেষ্টা এবং আন্তরিক উৎসর্গ প্রয়োজন, এবং এটি প্রতিশ্রুতি দেয় যে যারা আন্তরিকভাবে তাঁর অন্বেষণ করে, ঈশ্বর তাদের জন্য উপলব্ধ।

প্রেরিত ১৭:১৬-২৮

□ প্রেক্ষাপট: □ স্থান: পৌল এথেন্সে ছিলেন, যা তার বুদ্ধিবৃত্তি, দর্শন এবং বহু-ঈশ্বরবাদী উপাসনার জন্য পরিচিত একটি শহর। এথেন্স ছিল একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র যেখানে ধারণার আদান-প্রদান হতো এবং স্টোইসিজম ও এপিকিউরিয়ানিজমের মতো বিভিন্ন চিন্তাধারা বিকাশ লাভ করেছিল। □ পরিস্থিতি: সীলাস ও তীমথিয়ের জন্য অপেক্ষা করার সময়, শহরটি মূর্তিতে পরিপূর্ণ থাকায় পৌল গভীরভাবে বিচলিত হয়েছিলেন। তিনি সিনাগগে ইহুদিদের সাথে এবং বাজারে দার্শনিকদের সাথে বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন। □ অ্যারোপ্যাগাস: অবশেষে পৌলকে অ্যারোপ্যাগাসে নিয়ে আসা হয়, এটি এমন একটি পাহাড় যেখানে এথেন্সের পরিষদ আইনগত, দার্শনিক এবং ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য মিলিত হতো। এটি ছিল শহরের কিছু শীর্ষস্থানীয় চিন্তাবিদদের কাছে তাঁর শিক্ষা উপস্থাপন করার একটি সুযোগ। □ প্রেরিত ১৭:১৬-২৮ এর ব্যাখ্যা: □ পদ ১৬-২১: পৌল এথেন্সবাসীদের ধর্মপরায়ণতা উল্লেখ করে শুরু করেন, এমনকি □□□□□;এক অজ্ঞাত ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে□□□□□; একটি বেদিও দেখান। এটি তাদের কাছে এই □□□□□;অজ্ঞাত□□□□□; ঈশ্বরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। □ ২২-২৩ পদ: পৌল বেদিকে একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করেন যে, তারা অজ্ঞতাবশত যে ঈশ্বরের উপাসনা করে, তিনি হলেন জগতের সৃষ্টিকর্তা, যিনি মানুষের হাতে গড়া মন্দিরে বাস করেন না। এটি তাদের বহু-ঈশ্বরবাদী ও প্রতিমাপূজার অনুশীলনের একটি সমালোচনা, যা ইঙ্গিত করে যে তাদের অন্বেষণ ভুল পথে চালিত হয়েছে। □ ২৪-২৫ পদ: তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ঈশ্বরের মানুষের কাছ থেকে কোনো কিছুই প্রয়োজন নেই, যা এই প্রচলিত ধারণাকে উল্টে দেয় যে, দেবতারা অনুগ্রহ বা সুরক্ষার জন্য বলিদান ও নৈবেদ্য চাইতেন। □ ২৬-২৭ পদ: পৌল জাতি ও কালসমূহের উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের কথা বলেন, যা থেকে বোঝা যায় যে ঈশ্বর মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন যেন তারা তাঁর অন্বেষণ করে। অন্বেষণ বিষয়ক মূল পদটি হলো: □ ২৭ পদ: □□□□□;ঈশ্বরের এমনটি করেছেন যেন তারা তাঁর অন্বেষণ করে এবং সম্ভবত তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে তাঁকে খুঁজে পায়, যদিও তিনি আমাদের কারও থেকে দূরে নন।□□□□□; এটি ইঙ্গিত করে যে, মানুষের সহজাত অবস্থা—যার মধ্যে ঐশ্বরিক সত্তাকে বোঝা ও তাঁর সাথে সংযোগ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে—তা মানুষকে ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত করার জন্যই পরিকল্পিত। মূল ধারণাটি হলো, মানুষ যদি আন্তরিকভাবে অন্বেষণ করে, তবে তারা খুঁজে পাবে, কারণ ঈশ্বর নাগালের মধ্যে। □ পদ ২৮: পৌল গ্রিক কবিদের উদ্ধৃত করেছেন (□□□□□;কারণ তাঁর মধ্যেই আমরা জীবন ধারণ করি, বিচরণ করি এবং আমাদের অস্তিত্ব রয়েছে□□□□□; এবং □□□□□;#39;আমরা তাঁরই বংশধর□#39;□□□□□;) এটা নিশ্চিত করার জন্য যে, এমনকি তাদের নিজেদের দার্শনিকরাও মানবজাতির প্রতি এই ঈশ্বরের নৈকট্য এবং পিতৃতুল্য সম্পর্ক

স্বজ্ঞাতভাবে উপলব্ধি করেছেন। এটি এক উচ্চতর শক্তির অন্বেষণের সহজাত প্রবৃত্তিকে বৈধতা দেয়, কিন্তু সেই অনুসন্ধানের দিককে মূর্তি থেকে সরিয়ে প্রকৃত ঈশ্বরের দিকে সংশোধন করে।

দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২৯

□ পদ: □□□□□;কিন্তু যদি তোমরা সেখান থেকে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের অন্বেষণ করো, তবে তোমরা তাঁকে পাবে, যদি তোমরা তাঁকে তোমাদের সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে অন্বেষণ করো।□□□□□; □ প্রেক্ষাপট: এটি প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করার আগে ইস্রায়েলীয়দের উদ্দেশ্যে মোশির দেওয়া ভাষণের একটি অংশ। তিনি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততার গুরুত্বের উপর জোর দেন, এমনকি যখন তারা বিচ্ছিন্ন থাকে বা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। □ ব্যাখ্যা: এখানে, আন্তরিক অন্বেষণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এটি এই আশ্বাস দেয় যে ঈশ্বর দূরবর্তী বা অধরা নন, বরং আন্তরিকভাবে অন্বেষণ করলে তাঁকে পাওয়া যাবে।

১ বংশাবলি ১৬:১১

□ পদ: □□□□□;সদাপূরভু ও তাঁর শক্তির দিকে দৃষ্টি রাখো; সর্বদা তাঁর মুখমণ্ডল অন্বেষণ করো।□□□□□; □ প্রেক্ষাপট: এই পদটি দায়ূদের লেখা একটি ধন্যবাদসূচক গীতের অংশ, যা নিয়ম-সিন্দুক যিরূশালেমে আনার সময় রচিত হয়েছিল। □ ব্যাখ্যা: এটি ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও শক্তির নিরন্তর অন্বেষণে উৎসাহিত করে, যা একটি এককালীন ঘটনার পরিবর্তে এক চলমান সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়।

গীতসংহিতা ২৭:৮

□ পদ: □□□□□;আমার অন্তর তোমার বিষয়ে বলে, 'তাঁর মুখমণ্ডল অন্বেষণ কর!' প্রভু, আমি তোমার মুখমণ্ডলই অন্বেষণ করব।□□□□□; □ প্রেক্ষাপট: দায়ূদ তাঁর দুঃখ-কষ্টের মাঝে ঈশ্বরের সান্নিধ্যের জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন, যা ঈশ্বরের প্রতি তাঁর আশ্বাসকে তুলে ধরে। □ ব্যাখ্যা: এটি ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তিগত কথোপকথনকে প্রতিফলিত করে, যেখানে অন্তরের স্বর (হৃদয়) একজনকে ঈশ্বরের মুখমণ্ডল অন্বেষণ করতে উৎসাহিত করে, যা অন্তরঙ্গতা এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়।

গীতসংহিতা ১০৫:৪

□ পদ: □□□□□;সদাপূরভু ও তাঁর শক্তির অন্বেষণ কর; নিরন্তর তাঁর সান্নিধ্য অন্বেষণ কর!□□□□□; □ প্রেক্ষাপট: গীতসংহিতা ১০৫ একটি ঐতিহাসিক গীত, যা আব্রাহামের সঙ্গে চুক্তি থেকে শুরু করে মিশর থেকে যাত্রার মাধ্যমে প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ পর্যন্ত ইস্রায়েলের পক্ষে ঈশ্বরের পরাক্রমশালী কাজগুলোর বিবরণ দেয়। এই গীতটি বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধন করে:

1. ধন্যবাদ ও প্রশংসা: এটি ইস্রায়েল জাতির প্রতি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা এবং তাঁর চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুতির জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানানোর একটি আহ্বান।
2. ঐতিহাসিক প্রতিফলন: ঈশ্বরের অতীত কর্ম স্মরণ করার মাধ্যমে, এই গীত তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসকে উৎসাহিত করে। এটি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আনুগত্যের স্মারক হিসেবে কাজ করে।
3. নির্দেশনা: এটি নতুন প্রজন্মকে তাদের ঐতিহ্য, ঈশ্বরের স্বরূপ এবং তাঁর প্রতি তাদের কেমন প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত, সে সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। □ ব্যাখ্যা:
4. প্রভুর অন্বেষণ করুন: এটি ঈশ্বরের সাথে একটি সম্পর্ক সক্রিয়ভাবে গড়ে তোলার জন্য একটি উৎসাহ। এর দ্বারা কেবল মাঝে মাঝে প্রার্থনা বা আচার-অনুষ্ঠান বোঝানো হয় না; বরং ঈশ্বরকে আরও ভালোভাবে জানার জন্য একটি নিরন্তর ও চলমান প্রচেষ্টা বোঝানো হয়।
5. এবং তাঁর শক্তি: এখানে গীতরচক সম্ভবত ঈশ্বরের শক্তির কথা বলছেন, যা মিশরের মহামারী, লোহিত সাগর বিভক্ত করা ইত্যাদির মতো ঐতিহাসিক ঘটনার মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে। ঈশ্বরের শক্তি অন্বেষণ করার অর্থ হতে পারে তাঁর সুরক্ষা চাওয়া, নিজের জীবনে তাঁর ক্ষমতায়ন কামনা করা, অথবা ঈশ্বরকে সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতার উৎস হিসেবে স্বীকার করা।
6. নিরন্তর তাঁর সান্নিধ্য অন্বেষণ করুন: এটি ঈশ্বরের সাথে একটি অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কের গুরুত্বের উপর জোর দেয়। 'নিরন্তর' শব্দটি ইঙ্গিত করে যে এই অন্বেষণ কোনো এককালীন ঘটনা নয়, বরং একটি জীবনব্যাপী সাধনা হওয়া উচিত। যে প্রেক্ষাপটে এটি লেখা হয়েছিল, সেই সময়ে ঈশ্বরের উপস্থিতি নিয়ম-সিন্দুক, সমাগম-তীবু এবং পরবর্তীকালে মন্দিরের সাথে যুক্ত ছিল, যেখানে বিশ্বাস করা হতো যে ঈশ্বর তাঁর লোকদের মধ্যে বিরাজ করেন। তবে, একটি বৃহত্তর আধ্যাত্মিক অর্থে, এটি বিশ্বাসীদেরকে কেবল প্রয়োজনের সময়ে বা নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানের সময় নয়, বরং সর্বদা ঈশ্বরের সাথে একাত্ম অবস্থায় থাকতে উৎসাহিত করে।

তার উপস্থিতি অন্বেষণে

মথি ১৩:৪৪-৪৬

□ মূল পাঠ: “স্বর্গরাজ্য ক্ষেত্রের মধ্যে লুকানো গুপ্তধনের মতো। যখন একজন লোক তা খুঁজে পেল, সে আবার তা লুকিয়ে রাখল, এবং তারপর আনন্দে গিয়ে তার যা কিছু ছিল সব বিক্রি করে সেই ক্ষেত্রটি কিনে নিল। আবার, স্বর্গরাজ্য একজন বণিকের মতো, যে উত্তম মুক্তার সন্ধান করছিল। যখন সে একটি মহামূল্যবান মুক্তা খুঁজে পেল, সে গিয়ে তার যা কিছু ছিল সব বিক্রি করে সেটি কিনে নিল।” □ প্রেক্ষাপট: এই দৃষ্টান্তগুলো মথি ১৩ অধ্যায়ের একটি ধারাবাহিক গল্পের অংশ, যেখানে যীশু জনসমক্ষে কথা বলার পর ব্যক্তিগতভাবে তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দেওয়ার সময় দৈনন্দিন জীবনের উপমা ব্যবহার করে স্বর্গরাজ্যের প্রকৃতি বর্ণনা করেছেন। □ ব্যাখ্যা: □ মূল্যবান আবিষ্কার: লুকানো গুপ্তধন এবং মুক্তা ঈশ্বরের রাজ্যের অপরিমিত মূল্যকে বোঝায়, যা পাওয়ার জন্য সবকিছু উৎসর্গ করা এবং অন্বেষণ করা সার্থক। □ ঈশ্বরের অন্বেষণ: এটি ঈশ্বরের অন্বেষণের সাথে সম্পর্কিত, কারণ এটি রাজ্যকে একটি □□□□□; মূল্যবান আবিষ্কার□□□□□; হিসাবে চিত্রিত করে যা সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দাবি করে। এটি বিশ্বাসীদেরকে অমূল্য গুপ্তধনের সন্ধানকারীর মতো একই উদ্যমে ঈশ্বরের অন্বেষণ করতে উৎসাহিত করে, যা আন্তরিক উৎসর্গের মূলভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১ করিন্থীয় ৯:২৪-২৭

□ পাঠ্যাংশ: □□□□□; তোমরা কি জানো না যে দৌড় প্রতিযোগিতায় সবাই দৌড়ায়, কিন্তু পুরস্কার পায় কেবল একজন? তোমরা এমনভাবে দৌড়াও যেন পুরস্কার পাও। যে কেউ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়, সে কঠোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। তারা এমন এক মুকুট পাওয়ার জন্য তা করে যা স্থায়ী নয়, কিন্তু আমরা এমন এক মুকুট পাওয়ার জন্য তা করি যা চিরস্থায়ী। অতএব, আমি লক্ষ্যহীনভাবে দৌড়ানো ব্যক্তির মতো দৌড়াই না; আমি বাতাসে ঘুষি মারা মুষ্টিযোদ্ধার মতো লড়াই করি না। না, আমি আমার দেহকে আঘাত করি এবং তাকে আমার দাস বানাই, যেন অন্যদের কাছে প্রচার করার পর, আমি নিজে পুরস্কারের জন্য অযোগ্য না হয়ে যাই।□□□□□; □ প্রেক্ষাপট: পৌল করিন্থের মণ্ডলীকে লিখছেন, নিজের প্রেরিতত্বের পক্ষে যুক্তি দিচ্ছেন এবং আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা বোঝানোর জন্য ইস্থিমিয়ান গেমস (অলিম্পিকের মতো) থেকে ক্রীড়াবিষয়ক রূপক ব্যবহার করছেন। □ ব্যাখ্যা: □ শৃঙ্খলাবদ্ধ সাধনা: পৌল খ্রীষ্টীয় জীবনকে একটি দৌড় বা মুষ্টিযুদ্ধের সাথে তুলনা করেছেন, যেখানে ক্রীড়াবিদরা একটি নশ্বর মুকুটের জন্য কঠোর প্রশিক্ষণ নেয়, এবং বিশ্বাসীদেরকে আরও বেশি প্রচেষ্টার সাথে একটি অবিদ্যমান পুরস্কার অন্বেষণ করতে উৎসাহিত করছেন। □ ঈশ্বরের অন্বেষণ: এটি পবিত্রতা ও বিশ্বাসের অবিচল ও আত্ম-সংযমী সাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করাকে বোঝায়। এটি এই বিষয়ের উপর জোর দেয় যে অন্বেষণ কোনো নিষ্ক্রিয় বিষয় নয়, বরং অনন্ত জীবন থেকে অযোগ্যতা এড়ানোর জন্য এর জন্য একাগ্রতা ও সহনশীলতা প্রয়োজন।

ইব্রীয় ১১:৬

□ পদ: □□□□□; আর বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব, কারণ যে কেউ তাঁর কাছে আসে, তাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে তিনি আছেন এবং যারা একনিষ্ঠভাবে তাঁর অন্বেষণ করে, তিনি তাদের পুরস্কৃত করেন।□□□□□; □ প্রেক্ষাপট: এটি ইব্রীয়দের প্রতি লেখা পত্রের □□□□□; বিশ্বাসের গৌরবগাথা□□□□□; অধ্যায় থেকে নেওয়া, যেখানে পুরাতন নিয়মের সেইসব ব্যক্তিত্বদের উদাহরণ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে যারা বিশ্বাসে জীবনযাপন করতেন এবং নিপীড়নের সম্মুখীন আদি খ্রিস্টানদের উৎসাহিত করতেন। □ ব্যাখ্যা: □ বিশ্বাস ও অন্বেষণ: এই পদটি বিশ্বাসকে সরাসরি ঈশ্বর অন্বেষণের সাথে যুক্ত করে এবং যারা অধ্যবসায়ের সাথে তাঁর অনুসরণ করে, তাদের জন্য পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়। □ তাৎপর্য: এটি এই বিষয়টিকে আরও শক্তিশালী করে যে, বিশ্বাসে প্রোথিত প্রকৃত অন্বেষণ ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে এবং ঐশ্বরিক আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে, যা তাঁর কাছে পৌঁছানোর জন্য একটি মৌলিক নীতি।

যিশাইয় ৫৫:৬

□ পদ: □□□□□; পূরভুক্ত অন্বেষণ কর যখন তাঁকে পাওয়া যায়; তাঁকে ডাকো যখন তিনি নিকটে থাকেন।□□□□□; □ প্রেক্ষাপট: এটি যিশাইয়ের একটি ভাববাণীমূলক আশ্বানের অংশ, যা পাপ থেকে ফিরে এসে ঈশ্বরের করুণা গ্রহণ করার জন্য করা হয়েছে এবং আধ্যাত্মিক বিপথগামিতার সময়ে ইস্রায়েলকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। □ ব্যাখ্যা: □ অন্বেষণের তাগিদ: এটি অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তাগিদ দেয়, যা ইঙ্গিত করে যে ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়ার সুযোগ সবসময় নাও থাকতে পারে। □ তাৎপর্য: ঈশ্বরকে অন্বেষণ করার মধ্যে রয়েছে সময়মতো অনুতাপ এবং আশ্বান, যা দ্রুত সাড়া দেওয়া ব্যক্তিদের জন্য সহজলভ্যতার প্রতিশ্রুতি দেয়।

গীতসংহিতা ৬৩:১

□ পদ: □□□□□;হে ঈশ্বর, তুমিই আমার ঈশ্বর, আমি একাগ্রচিত্তে তোমার অন্বেষণ করি; আমি তোমার জন্য তৃষ্ণার্ত, আমার সমগ্র সত্তা তোমার জন্য আকুল, এক শুষ্ক ও তৃষ্ণার্ত দেশে যেখানে জল নেই।□□□□□; □ প্রেক্ষাপট: এটি দায়ুদের একটি গীত, যা যিহূদার মরুপ্রান্তরে থাকাকালীন, সম্ভবত শত্রুদের থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় লেখা হয়েছিল এবং এতে গভীর ব্যক্তিগত ভক্তি প্রকাশ পেয়েছে। □ ব্যাখ্যা: □ তীব্র আকৃতি: দায়ুদ মরুভূমির তৃষ্ণাকে ঈশ্বরের জন্য আত্মার মরিয়া প্রয়োজনের রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। □ ঈশ্বরের অন্বেষণ: এটি অন্বেষণকে একটি আবেগপূর্ণ, সর্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা হিসেবে চিত্রিত করে, যা কঠিন সময়ে ঈশ্বরের উপস্থিতির ঘনিষ্ঠতা এবং প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে।

হিতোপদেশ ৮:১৭

□ শ্লোক: □□□□□;যারা আমাকে ভালোবাসে, আমি তাদের ভালোবাসি; এবং যারা আমার সন্ধান করে, তারা আমাকে পায়।□□□□□; (প্রজ্ঞা কর্তৃক কথিত, যা একটি ঐশ্বরিক গুণ হিসেবে ব্যক্তিস্বরূপে চিত্রিত।) □ প্রেক্ষাপট: হিতোপদেশ ৮-এ, প্রজ্ঞা মানবজাতিকে আহ্বান জানায়, সৃষ্টিতে তার ভূমিকা বর্ণনা করে এবং মানুষকে তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। □ ব্যাখ্যা: □ পারস্পরিক সাড়া: প্রজ্ঞা (যা প্রায়শই ঈশ্বরভীতির সাথে যুক্ত) প্রতিশ্রুতি দেয় যে অধ্যবসায়ী অনুসন্ধানকারীরা তাকে খুঁজে পাবে এবং যারা তার অন্বেষণ করে, সে তাদের ভালোবাসবে। □ ঈশ্বরের সন্ধান: এটি ঈশ্বরকে খোঁজার অংশ হিসেবে তাঁর প্রজ্ঞা খোঁজার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা আন্তরিকভাবে সন্ধানকারীদের জন্য আবিষ্কারের নিশ্চয়তা দেয়।

২ বংশাবলি ৭:১৪

□ শ্লোক: □□□□□;আমার লোকেরা, যারা আমার নামে পরিচিত, যদি নিজেদেরকে নম্র করে, প্রার্থনা করে, আমার মুখমণ্ডল অন্বেষণ করে এবং তাদের দুঃস্থ পথ থেকে ফেরে, তবে আমি স্বর্গ থেকে শুনব, এবং আমি তাদের পাপ ক্ষমা করব ও তাদের দেশকে সুস্থ করব।□□□□□; □ প্রেক্ষাপট: মন্দির উৎসর্গ অনুষ্ঠানে শলোমনের প্রার্থনার প্রতি ঈশ্বরের উত্তর, যা জাতীয় পুনরুদ্ধারের শর্তাবলী তুলে ধরে। □ ব্যাখ্যা: □ সম্মিলিত অন্বেষণ: এটি ঈশ্বরকে অন্বেষণের উপায় হিসেবে নম্রতা, প্রার্থনা এবং অনুতাপের আহ্বান জানায়। □ তাৎপর্য: অন্বেষণ ক্ষমা ও আরোগ্যের দিকে পরিচালিত করে, যা ঈশ্বরের দিকে ফিরে আসা ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের জন্য প্রযোজ্য।

আমোস ৫:৪

□ পদ: □□□□□;সদাপ্রভু ইস্রায়েলকে এই কথা বলেন: ‘আমার অন্বেষণ কর এবং জীবন লাভ কর;’□□□□□; □ প্রেক্ষাপট: ভাববাদী আমোস ইস্রায়েলকে অবিচার ও প্রতিমাপূজার জন্য বিচারের বিষয়ে সতর্ক করেন এবং তাদেরকে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানান। □ ব্যাখ্যা: □ অন্বেষণের মাধ্যমে জীবন: ঈশ্বরের অন্বেষণকে সরাসরি অস্তিত্ব ও প্রকৃত জীবনের সাথে যুক্ত করে, যা পাপজনিত ধ্বংসের বিপরীত। □ তাৎপর্য: আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তির জন্য ঈশ্বরের অন্বেষণ অপরিহার্য, যা সতর্কবাণীর মাঝেও পরিত্রাণের পথ হিসেবে এর উপর জোর দেয়।

গীতসংহিতা ১০৫:৪ এর অবিরাম অনুসরণ

যিশাইয় ৪০:২৮-৩১

□ পদ: □□□□□;তোমরা কি জানো না? তোমরা কি শোনোনি? সদাপ্রভু হলেন চিরস্থায়ী ঈশ্বর, পৃথিবীর প্রান্তের সৃষ্টিকর্তা। তিনি কখনও ক্লান্ত বা অবসন্ন হন না, এবং তাঁর জ্ঞান কেউ পরিমাপ করতে পারে না। তিনি ক্লান্তদের শক্তি দেন এবং দুর্বলদের সামর্থ্য বৃদ্ধি করেন। এমনকি যুবকেরাও ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়, এবং তরুণেরা হাঁচট খেয়ে পড়ে যায়; কিন্তু যারা সদাপ্রভুর উপর ভরসা রাখে, তারা নতুন শক্তি লাভ করবে। তারা ঈগলের মতো ডানায় ভর করে উড়বে; তারা দৌড়াবে এবং ক্লান্ত হবে না, তারা হাঁটবে এবং অবসন্ন হবে না।□□□□□; □ প্রেক্ষাপট: নির্বাসনের সময় ইস্রায়েলকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য যিশাইয়ের ভাববাণীর একটি অংশ, যা মানুষের দুর্বলতার বিপরীতে ঈশ্বরের অনন্ত শক্তিকে তুলে ধরে। □ ব্যাখ্যা: □ শক্তির অন্বেষণ: এটি □□□□□;সদাপ্রভু ও তাঁর শক্তির অন্বেষণ করো□□□□□; কথাটিকে আরও বিস্তৃত করে, যারা ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষা করে (বা তাঁকে অন্বেষণ করে) তাদের জন্য নবায়নের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাঁকে শক্তির এক অফুরন্ত উৎস হিসেবে চিত্রিত করে। □ নিরন্তর সাধনা: উদ্ভয়ন, দৌড়ানো এবং ক্লান্তিহীনভাবে হাঁটার চিত্রকল্প ঈশ্বরের উপস্থিতির উপর অবিরাম নির্ভরতাকে উৎসাহিত করে এবং তাঁর অপরিবর্তনীয় প্রকৃতির মাধ্যমে আস্থা গড়ে তোলে।

গীতসংহিতা ৯:১০

□ পদ: □□□□□; আর যারা তোমার নাম জানে, তারা তোমাতেই আস্থা রাখে; কেননা, হে প্রভু, যারা তোমার অন্বেষণ করে, তুমি তাদের পরিত্যাগ করো না।□□□□□; □ প্রেক্ষাপট: এটি দাউদের একটি গীত, যা ঈশ্বরের ন্যায়বিচার এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে সুরক্ষার প্রশংসা করে এবং ব্যক্তিগত পরিত্রাণের প্রতিফলন ঘটায়। □ ব্যাখ্যা: □ অন্বেষণের মাধ্যমে আস্থা: এটি ঈশ্বরকে অন্বেষণ করাকে তাঁর নাম (চরিত্র) জানা এবং তাঁর বিশ্বস্ততা অনুভব করার সাথে সংযুক্ত করে, যা এই আশ্বাস দেয় যে অবিরাম অন্বেষণ অটল সমর্থনের দিকে পরিচালিত করে। □ উপস্থিতির উপর ভিত্তি স্থাপন: এটি ঈশ্বরের মুখমণ্ডল ক্রমাগত অন্বেষণ করার ধারণাকে শক্তিশালী করে, কারণ এটি প্রতিশ্রুতি দেয় যে তিনি অন্বেষণকারীদের নিকটেই থাকেন এবং প্রয়োজনের সময়ে তাদের কখনও পরিত্যাগ করেন না।

গীতসংহিতা ৩৪:১০

□ পদ: □□□□□; তরুণ সিংহেরা অভাব ও ক্ষুধায় ভোগে; কিন্তু যারা সদাপ্রভুর অন্বেষণ করে, তাদের কোনো উত্তম বস্তুর অভাব হয় না।□□□□□; □ প্রেক্ষাপট: এটি দাউদের আরেকটি গীত, যা বিপদ থেকে বাঁচতে পাগলামির ভান করার পর লেখা হয়েছিল। এটি ঈশ্বরের পরিত্রাণকে উদযাপন করে এবং অন্যদেরকে তাঁর মঙ্গল আশ্বাদন করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। □ ব্যাখ্যা: □ অন্বেষণে জোগান: ঈশ্বরের শক্তি অন্বেষণের উপর ভিত্তি করে, এই পদটি প্রতিশ্রুতি দেয় যে অধ্যবসায়ী অন্বেষণকারীদের অত্যাৱশ্যকীয় জিনিসের অভাব হবে না, যা মানুষ ও পশুর সংগ্রামের সাথে ঐশ্বরিক জোগানের বৈপরীত্য তুলে ধরে। □ অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক: এটি প্রাচুর্যের পথ হিসেবে অবিরাম অন্বেষণকে উৎসাহিত করে এবং ইস্রায়েলের ইতিহাস জুড়ে ঈশ্বরের জোগানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গীতসংহিতা ১০৫-এর মতো ঐতিহাসিক প্রতিফলনের সাথে সংযোগ স্থাপন করে।

গীতসংহিতা ২৪:৬

□ পদ: □□□□□; এরা তাদের প্রজন্ম যারা তাঁর অন্বেষণ করে, যারা যাকোবের ঈশ্বরের মুখমণ্ডল অন্বেষণ করে।□□□□□; □ প্রেক্ষাপট: এটি একটি উপাসনামূলক গীত, যা সম্ভবত মন্দিরে শোভাযাত্রার সময় ব্যবহৃত হত। এটি বর্ণনা করে কারা ঈশ্বরের পবিত্র পর্বতে আরোহণ করতে পারে এবং পবিত্রতা ও তাঁর সান্নিধ্যে আরোহণের উপর জোর দেয়। □ ব্যাখ্যা: □ প্রজন্মগত অন্বেষণ: এটি ঈশ্বরের মুখমণ্ডল অন্বেষণকারী একটি আশীর্বাদপ্রাপ্ত সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করার মাধ্যমে □□□□□; অবিরাম তাঁর সান্নিধ্য অন্বেষণ করো □□□□□; কথাটির প্রতিধ্বনি করে, যা গীতসংহিতা ১০৫-এর ঐতিহাসিক বিবরণের মতো যাকোবের (ইসরায়েল) সাথে করা চুক্তির সাথে যুক্ত। □ আরোহণে শক্তি: পদটি ইঙ্গিত করে যে অন্বেষণ ঈশ্বরের পবিত্র স্থানে দাঁড়ানোর দিকে পরিচালিত করে, যেখানে তাঁর শক্তি ও মহিমার সম্মুখীন হওয়া যায়, যা একটি সম্মিলিত ও দীর্ঘস্থায়ী অন্বেষণকে উৎসাহিত করে।

২ বংশাবলি ১৫:২

□ পদ: “আর তিনি আসার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন এবং তাঁকে বললেন, ‘হে আসা, এবং যিহূদা ও বিন্যামীন সকলে, আমার কথা শোনো: যতক্ষণ তোমরা সদাপ্রভুর সঙ্গে থাকবে, ততক্ষণ তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকবেন। যদি তোমরা তাঁর অন্বেষণ করো, তবে তিনি তোমাদের কাছে প্রকাশিত হবেন, কিন্তু যদি তোমরা তাঁকে ত্যাগ করো, তবে তিনিও তোমাদের ত্যাগ করবেন।” □ প্রেক্ষাপট: ভাববাদী অসরিয় যিহূদায় সংস্কারের এক সময়ে রাজা আসার সঙ্গে কথা বলেন, শত্রুদের উপর বিজয়ের পর তিনি জাতীয় পুনরুজ্জীবন এবং বিশ্বস্ততার জন্য আহ্বান জানান। □ ব্যাখ্যা: □ পারস্পরিক উপস্থিতি: এটি ঈশ্বরের উপস্থিতি অন্বেষণের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে এবং এই বিষয়টির উপর জোর দেয় যে, ক্রমাগত অন্বেষণ তাঁর নৈকট্য ও শক্তি নিশ্চিত করে, পক্ষান্তরে পরিত্যাগ ক্ষতির কারণ হয়। □ ঐতিহাসিক সংযোগ: গীতসংহিতা ১০৫-এ ঈশ্বরের কার্যকলাপের পর্যালোচনার মতো, এটিও চুক্তির প্রতি আনুগত্য স্মরণ করার আহ্বান জানায় এবং জাতীয় ও ব্যক্তিগত আশীর্বাদের জন্য সক্রিয় অন্বেষণে উৎসাহিত করে।

গীতসংহিতা ৪২:১-২

□ পদ: □□□□□; যমেন হরিণ বহমান জলধারার জন্য তৃষ্ণার্ত হয়, তেমনি হে ঈশ্বর, আমার প্রাণ তোমার জন্য তৃষ্ণার্ত। আমার প্রাণ ঈশ্বরের জন্য, জীবন্ত ঈশ্বরের জন্য তৃষ্ণার্ত। আমি কখন ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হব?□□□□□; □ প্রেক্ষাপট: কোরহ-সন্তানদের একটি গীত, যা নির্বাসন বা দুর্দশার সময়ে, সম্ভবত মন্দিরের উপাসনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির কারণে, ঈশ্বরের সান্নিধ্যের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। □ ব্যাখ্যা: □ সান্নিধ্যের জন্য তৃষ্ণা: এটি তীব্র তৃষ্ণার রূপকের মাধ্যমে □□□□□; অবিরাম তাঁর সান্নিধ্য অন্বেষণ করো □□□□□; এই বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে চিত্রিত করে, যা অন্বেষণকে একটি সহজাত, চলমান আত্মিক প্রয়োজন হিসেবে তুলে ধরে। □ আকাঙ্ক্ষার মধ্যে শক্তি: অশ্রু ও নিপীড়নের মাঝে, এটি ঈশ্বরের মুখ দর্শনের প্রত্যাশায় আশা খুঁজে পাওয়ার মাধ্যমে অন্বেষণের শক্তিকে গড়ে তোলে, যা পরিত্রাণের কথা স্মরণকারী ঐতিহাসিক গীতগুলোর অনুরূপ।

অধ্যয়ন নির্দেশিকার পরামর্শ

- অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু: অধ্যবসায় (যেমন, মথি ৭:৭-৮), আন্তরিকতা (যেমন, যিরমিয় ২৯:১৩), পুরস্কার (যেমন, ইব্রীয় ১১:৬), এবং নিরন্তর সাধনা (যেমন, গীতসংহিতা ১০৫:৪ ও সংশ্লিষ্ট পদ)।
- প্রয়োগমূলক প্রশ্ন: দৈনন্দিন জীবনে ঈশ্বরের অন্বেষণ কেমন হওয়া উচিত? কোন বাধাগুলো আন্তরিকভাবে অন্বেষণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং কীভাবে সেগুলো অতিক্রম করা যায়?
- পারস্পরিক তথ্যসূত্র সারণী:

থিম	মূল শ্লোক	সংযোগ
অধ্যবসায়	মথি ৭:৭-৮, ১ বংশাবলি ১৬:১১	ক্রমাগত দরজায় টোকা দেওয়া এবং খোঁজাখুঁজি করতে উৎসাহিত করে।
আন্তরিকতা	যিরমিয় ২৯:১৩, দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২৯	সর্বান্তকরণে ও আন্তরিকভাবে অন্বেষণের উপর জোর দেয়।
পুরস্কার/প্রদান	মথি ৬:৩৩, গীতসংহিতা ৩৪:১০	প্রতিশ্রুতি পূরণ হয় এবং অন্বেষণকারীদের জন্য কোনো কিছুই অভাব থাকে না।
শৃঙ্খলা	১ করিন্থীয় ৯:২৪-২৭, যিশাইয় ৪০:২৮-৩১	অন্বেষণকে চিরন্তন শক্তির জন্য প্রশিক্ষণের সাথে তুলনা করেন।
তাগিদ/ঘনিষ্ঠতা	যিশাইয় ৫৫:৬, গীতসংহিতা ৬৩:১	অবিলম্বে, তৃষ্ণার মতো তাড়া করার আহ্বান।

এই নথিটি ব্যক্তিগত অধ্যয়ন, দলগত আলোচনা বা শিক্ষাদানের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা বা তথ্যসূত্রের প্রয়োজন হয়, তবে □#39;অনুসন্ধান□#39; বা □#39;অনুসরণ□#39; বিষয়ক অতিরিক্ত পদগুলোর জন্য বাইবেলের শব্দসূচী দেখতে পারেন।